কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৪তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভা ১৮/২/২০১০খ্রি. তারিখ বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব বাছির উদ্দিন, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনযায় সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রতয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থি সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে ৬৩তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩ম সভা গত ৩০/৮/২০০৯ইং তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, বির্নাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যা, কারিগরি কিমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভঅপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরনীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৯-৯-২০০৯ তারিখের ১৩৮৯(৭৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীটির উঃপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভঅয় উপস্থি সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধনত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২ ও ৬৩ তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।

বিগত ২৭/৫/২০০৯ ও ৩০/৯/২০০৯ইং তারিখে কারিগরি কমিটির ৬২ ও ৬৩তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হয়। উল্লেখ্য যে, আলুর জাত ছাড়করণ পদ্ধতিটি সহজীকরণের বিষয়ে টিসিআরসি, এসসিএ, বিএডিসি, বেসরকারী ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণপূর্বক আগামী ১৫ই মার্চের মধ্যে কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ আমন/২০০৯/২০১০ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহন।

আমন/২০০৯-১০ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান (১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ১টি জাত (ক) ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ (২য় বর্ষ), (২) ব্র্যাকের ২টি জাত (ক) মুক্তি (BW001) (৩য় বর্ষ) (খ) মুক্তি-১ (HB-12), (৩) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর একটি জাত (ক) হাইব্রিড হীরা-১০ (SHD-41) (২য় বর্ষ) (৪) বায়র ক্রপ সায়েন্স এর একটি জাত (ক) এ্যারাইজ ধানী (এইচ ০৭০০২), (৫) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর একটি জাত (ক) পেট্রো আমন ১৩০ (পাইনিয়র পিএইচবি-৭১) (২য় বর্ষ), (৬) নর্দান সীড লিমিটেড এর দুটি জাত (ক) নর্দান ধান-১ (Foldoctor No.2) (খ) নর্দান ধান-২ (RN-001), (৭) এনার্জিপ্যাক এর ১টি জাত (ক) এগ্রোজ-১০০ (DHR-748), (৮) টেক এডভান্টেজ এর ১টি জাত (ক) এগ্রোজি-২০০ (MR-14) সহ মোট ৮টি প্রতিষ্ঠান/হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পনীর ১০টি হাইব্রিড জাতের সাথে চেক জাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রি ধঅন-৩৯ (পর্যবেক্ষণ চেকজাত) সহ সর্বমোট ১২টি জাতের ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে (এসসিএ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-৫৩৮ থেকে এইচ-৫৪৯ পর্যন্ত চেক জাতসহ) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে অনষ্টেশন ও অনফর্মে ট্রায়াল বাস্তবায়নের পর মাঠ মূল্যায়ণ সম্পন্ন করা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সকল জাতগুলো পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ১ম এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়ার ভিত্তিতে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। ট্রায়ালকৃত জাতসমুহের প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও বিস্তারিত আলোনার জন্য আহ্বান করা হলে ব্র্যাকের প্রতিনিধি জনাব মোঃ আজিজুল হক, উপ ব্যবস্থাপক, বলেন যে, অধিকাংশ রোপা আমন হাইব্রিড ধানের জীবনকাল চেকজাত ব্রি ধান-৩১ এ চেয়ে প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন কম। অন্য দিকে, ব্রিধান ৩৯ ধান এর জীবনকাল ১৩০ দিনের নিম্নে সে কারণে ব্রি ধান-৩৯ এর চেয়ে প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন কম। অন্য দিকে, ব্রি ধান ৩৯ ধান এর জীবনকাল ১৩০ দিনের নিম্নে সে কারণে ব্রি ধান-৩৯ চেকজাত রাখার মত প্রকাশ করেণ। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মাসুম, সভাপতি, সুপ্রিম সীড কোম্পানী বলেন যে, জাতের স্বল্পতার কারণে আমন মৌসুমে হাইব্রিড জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা আনয়ন করা দরকার। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি) উল্লেখ করেন যে, কারিগরি কমিটির ৬২তম সভায় আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধানের স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাতের সাথে ১৩০দিনের নিম্নে ব্রি ধান ৩৯ এবং

১৩০দিনের উপরের জাতসমূহের ক্ষেত্রে ব্রিধান-৪৯ চেকজাত হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে যা এ বছরের আমন মৌসুম থেকে কার্যকর হবে।

সভাপতি মহোদয় বলেন যে, হাইব্রিড জাত মূল্যায়নে বর্তমানে যে অনুমোদিত পদ্ধতি বা নীতি বিদ্যমান আছে সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই। তবে ট্রায়ালে অংশগহনকারী বিভিন্ন কোম্পানী এসসিএ এর সাথে আরো সম্পৃক্ত হয়ে সঠিক ভাবে ট্রায়াল মূল্যায়নে অবদান রাখতে পারেন। অবশেষে সভাপতি মহোদয় ২০০৯-১০ আমন মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের কোড নং উন্মুক্ত করে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ১ ঃ ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ জাতটি কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪১১ ও এইচ-৫৪৭)।

খ) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 41) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৪০৮ ও এইচ-৫৪৪)।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
শর্ত ২ ঃ এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।
শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।
শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।
শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।
শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ধানের প্রস্তাবিত রোপা আমন ২০০৯-১০ মৌসুমে (ক) ব্রি ধান-৫১ (স্বর্ণা সাব-১) এবং (খ) ব্রি ধান-৫২ (বিআর-১১ সাব-১) ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) ব্রিধান-৫১ (স্বর্না সাব-১)ঃ ব্রি'র বর্ণনামতে ব্রিধান-৫১ (স্বর্না সাব-১) এর কৌলিক সারি নং আইআর ৮২৮১০-৪০৭। উক্ত কৌলিক সারিটি রি-ব্রি সহযোগিতার আওতায় ব্রি সংগ্রহ করেছে। সারিটি স্বর্ণা এবং আইআর ৪৯৮৩০-৭-১২-৩ এর ক্রসের ফলে সৃষ্ট F1 এর সাথে পুনরায় স্বর্ণা জাত দুইবার পশ্চাদ সংকরায়ন (backcrossing) করে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন (MAS) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১০ থেকে ১৫ দিনের। আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন (Flash flood submergence) অবস্থায় প্রচলিত স্বর্ণা জাত থেকে বেশী এবং স্বাভাবিক (বন্যা মুক্ত) পরিবেশে স্বর্ণার ন্যায় সন্তোষজনক ফলন প্রদান করায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

ব্রি ধান-৫১ (স্বর্ণা সাব-১) বীজ তলা কিংবা চারা রোপনের এক সপ্তাহ পর ১০-১৫ দিন পানিতে ডুবে গেলে চারা মরে যায়না, ফলে ফসল ঠিক থাকে। কিন্তু এ অবস্থায় প্রচলিত স্বর্ণা ধানের চারা মরে যায় এবং ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়। এর একটি সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো পাকা ধানের রং সাদাটে কিন্তু প্রচলিত স্বর্ণা জাতের রং হালকা সোনালী বা বাদামী। আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১০ থেকে ১৫ দিনের আকস্মিক বন্যায় ডুবে থাকলে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল পঁচে নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু স্বর্ণা সাব-১ জাত আংশিকভাবে পঁচে তবে ফসল নষ্ট হয় না এবং ফলনের উপর তেমন প্রভাব পড়ে না। তাছাড়া স্বাভাবিক (বন্যা মুক্ত) পরিবেশে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ন্যায় সমান ফলন দেয়।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ রোপা আমন মৌসুমে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর) অঞ্চলের ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থানে কোন মন্তব্য করা হয় নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

খ) ব্রি ধান-৫২ ঃ ব্রি'র বর্ণনামতে ব্রিধান-৫২ এর কৌলিক সারি নং আইআর ৮৫২৬-৬৬-৬৫৪ গাজী ২। উক্ত কৌলিক সারিটি বিআর-১১ এবং আইআর ৪০৯৩১-৩৩-১-৩-২ এর ক্রসের ফলে সৃষ্ট F1 এর সাথে পুনরায় বিআর-১১ দুইবার পশ্চাদ সংকরায়ন (backcrossing) করে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন (MAS) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। এ কাজটি IRRI BRRI Collaboration এর আওতায় ব্রি বিজ্ঞানী ইরিতে সম্পন্ন করেছেন। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন আকস্মিক বণ্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১২ থেকে ১৫দিনের আকস্মিক বণ্যায় জলমগ্ন (submergence) হলে বিআর-১১ জাত থেকে বেশী এবং স্বাভাবিক (বন্যামুক্ত) পরিবেশে বিআর ১১ এর ন্যায় সন্তোষজনক ফলন প্রদান করায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

বিআর-১১ সাব-১ বীজ তলা কিংবা চারা রোপানের এক সপ্তাহ পর ১০-১৫ দিন পানিতে ডুবে গেলে চারা মরে যায়না, ফলে ফসল বিনষ্ট হয় না। পরবর্তী এ অবস্থায় প্রচলিত বিআর-১১ ধানের চারা চারা মরে যায় এবং ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়। দেশের আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমের ১০ থেকে ১৫ দিনের আকস্মিক বন্যায় ডুবে থাকলে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বিআর-১১ সাব-১ জাত আংশিকভাবে পঁচে তবে ফলন নষ্ট হয় না এবং ফলনের উপর তেমন প্রভাব পড়ে না। তাছাড়া স্বাভাবিক (বন্যা মুক্ত) পরিবেশে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ন্যায় সমান ফলন দেয়।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ রোপা আমন মৌসুমে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর) অঞ্চলের ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। ২টি স্থানে পুনঃট্রায়াল সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থানে কোন মন্তব্য করা হয় নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. ইফতেখারদ্দৌলা, উধর্ক্ষতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, প্রস্তাবিত জাত দু'টির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন দেশের বিভিন্ন আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকায় জাত দু'টি বিশেষ ফলপ্রসু হিসেবে প্রমানিত হয়েছে বিধায় দু'টি জাতকেই ছাড়করণের অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে জনাব ইব্রাহিম খলিল, এডভাইজার, সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ বলেন যে, বিআর-১১ সাব-১ জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে তার কোন দ্বিমত নেই। তিনি বলেন স্বর্ণা জাতটি মূলতঃ একটি ভারতীয় জাত। এ জাতটি আমারেদ দেশে অনেক অঞ্চলে আবাদ হয়ে থাকে কিন্তু জাতটিতে অনেক রোগ-বালাইয়ে প্রার্দুভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ড. আব্দুল মান্নান, মাহ পরিচালক, ব্রি বলেন যে, স্বর্ণা জাতটি একটি ভারতীয় জাত হলেও ইরি-ব্রি'র সহযোগীতায় Submeregence gene insert করায় কিছু নতুন গুনাবলী সংযোজন করা হয়েছে বিধায় এর রোগ বালাই তুলনামূলকভাবে কম। ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, বিশ্ব আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশে পড়ায় আকস্মিক বন্যা প্রবন (Flash flood submergence) এলাকায় জাত দু'টি বিশেষ সহায়ক হবে বলে তিনি মতামত দেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় ব্রি'র সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকে এরূপ সৃজনশীল গবেষণা কর্মকান্ডের জন্য প্রসংশার মাধ্যমে উৎসাহিত করে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন প্রস্তাবিত জাত দু'টির মধ্যে ব্যতীক্রম ধর্মী Flas flood submergence গুনাবলী সংযোজন করায় দেশের বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য এ ধরনের জাতের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ইরি-ব্রি সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন মৌসুমে আকস্মিক বন্যা প্রবন (Flsash flood submergence) এলাকায় চাষাবাদের নিমিত্তে প্রস্তাবিত (ক) স্বর্না সাব-১ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান-৫২ নতুন জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দু'টি (ক) বারি গম-২৫ (তিস্তা) এবং (খ) বারি গম-২৬ (হাসি) জাত ছাড়করণের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ প্রসংগে।

(ক) বারি গম-২৫ (তিস্তা) ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম-২৫ (তিস্তা) একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। নেপালে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি আঞ্চলিক নার্সারীর মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৫৯ নামে নির্বঅচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্যও এ জাতটি উপযোগী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীস বের হতে ৫৭-৬১ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১১০ দিন সময় লাগে। শীস লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বেড় (হাজার দানার ওজন ৫৪-৫৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধ। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৪৬০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ৬-১০ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। জাতটি লবনাক্ত সহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে মধ্যম মাত্রায় লবনাক্ত (৮-১০ মিলিমস/সেমে) এলাকায় চাষের উপযোগী। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হালকাভাবে হেলানো (Semi erect) থাকে। উপরের কান্ডের গিড়ায় খুবই কম সংখ্যক লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় সরু ও হেলানো (Sloppy), ঠোঁট ছোট (<৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। এ জাতটি নভেম্ব মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীর হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। এ জাতের গমের বীজ আকারে বেশ বড়। তাই গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০-১৩০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, রাজশাহী অঞ্চলের ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

(খ) বারি গম-২৬ (হাসি) ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম-২৬ (হাসি) একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। বাংলাদেশে তিনটি বিদেশী গম জাতের মধ্যে শংকরায়ণ এবং বিভিন্ন প্রজন্মে বাছাই করে এজাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৬৪ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল, দানা খুবাই বড় ও সাদা। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযোগী। পাঁচ ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯২-৯৬ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৬০-৬৩ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৪-১১০ দিন সময় লাগে। শীস মাঝারী এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৫০০-৪৫০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ১০-১২ ভাগ ফলন বেশী দেয়। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হেলানো (Inter mediate) থাকে। উপরের কান্ডের গিড়ায় প্রচুর লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা, ঠোঁট লম্বা (>১৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে।
এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিক ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, রাজশাহী অঞ্চলের ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

সম্পাদিত ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ কারিগরি কমিটির ৬৩তম সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট থেকে প্রস্তাবিত গমের জাত দু'টি বিষয়ে মতামত আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. মজনুর রহমান, পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, নসিপুর, দিনাজপুর বলেন যে, প্রস্তাবিত জাত দু'টি চেক জাত শতাব্দী হতে শতকরা ৬-১২

ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। জাত দু'টির দানার আকার অন্যান্য ছাড়কৃত জাত হতে বড়। জাত দু'টি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। কৌলিক সারি বি এ ডব্লিউ ১০৫৯ প্রস্তাবিত বারি গম-২৫ জাতটি লবনাক্ত সহিষ্ণু হওয়ায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মধ্যম মাত্রা লবনাক্ত (৮-১০ মিলি মোস/সেমে) এলাকায় চাষের উপযোগী।
তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত গমের জাত দু'টি তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরীতে বপন করা হলেও অন্যান্য জাতের চেয়ে আনুপাতি হারে বেশী ফলন দিয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত বারি গম ২৫ জাতের লবনাক্ত সহিষ্ণুতা প্রমানের জন্য স্যালাইনের প্রবন এলাকায় ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল কি না এবং হয়ে থাকলে উক্ত ট্রায়াল মূল্যায়ণ দল কতৃক পরিদর্শন করানো হয়েছিল কি না।

ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মন, পিএসও, বারি জানান যে, দেশের দক্ষিনাঞ্চলে (Southern belt) এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর স্বপক্ষে তথ্যাদি গম গবেষণা কেন্দ্রের নিকট রয়েছে। ড. এম এ রাজ্জাক, প্রাক্তন মহা পরিচালক, বারি বলেন যে, গম গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ Unfavourale Condition এ গমের লবনাক্ত সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ নিয়েচে তা অত্যন্ত প্রসংশনীয় কাজ। জাত দু'টি ছাড় করনের বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ন দলের সন্তোষজনক মন্তব্য রয়েছে বিধায় দু'টি জাতকেই ছাড়করন করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, তাপ সহিষ্ণু প্রমানের ক্ষেত্রে optimum time & late sowing এ যদি আনুপাতিক হারে সন্তোষ-জনক ফলন দেয় তবেই তাপ সহিষ্ণু জাত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে কারিগরি কমিটির ৬৩তম সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, "বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত বারি গম ২৫ (তিস্তা) এর ক্ষেত্রে দেশের দক্ষিন অঞ্চলের লবনাক্ত সহিষ্ণুর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য এবং সেই সাথে প্রস্তাবিত বারি গম-২৬ (হাসি) এর ক্ষেত্রে তাপ সহিষ্ণুতার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্যাদিসহ আগামী কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোড় সভায় উপস্থাপন করতে হবে"। উক্ত সিদ্ধান্তে প্রেক্ষিতে অদ্যকার সভায় ড. নরেশ চন্দ্র বর্মণ, পি এস ও, গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত জাত দু'টির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হলে কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দু'টি (ক) বারি গম-২৫ (তিস্তা) লবনাক্ত সহিষ্ণুতা এবং (খ) বারি গম-২৬ (হাসি) তাপ সহিষ্ণুতা জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ঃ বিবিধ ঃ- জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার আলোচ্য সূচী ৭ এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ কর্তৃক এ বছর ভারত থেকে আমনাদীকৃত একটি হাইব্রিড জাতের New Gold (Partham 7070) গম বীজ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএডিসি এবং চাষীর মাঠসহ মোট ১১টি স্থানে Adaptive Trail স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত Adaptive Trial মূল্যায়ণের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ যে, হাইব্রিড ধানের অনুমোদিত মাঠ মূল্যায়ণ পদ্ধতি থাকলেও এ ব্যাপার হাইব্রিড গমের পদ্ধতি নির্ধারন করা হয় নাই। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো ঃ
সিদ্ধান্ত ঃ (ক) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ কর্তৃক এ বছর ভারত থেকে আমদানীকৃত প্রস্তাবিত হাইব্রিড গমের জাতটির চলতি মৌসুমে Adaptive Trail এর ফলাফল Observational trial হিসেবে পরিগনিত হবে। আগামী কারিগরি কমিটির সভায় হাইব্রিড গমের মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। (দায়িত্বঃ গম গবেষণা কেন্দ্র ও এসসিএ)

(খ) কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২ তম সভায় বিএআরসি'র আর্থিক সহায়তায় বিএআরসি এবং এসসিএ এর যৌথ উদ্যোগে একটি জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার করার সিদ্ধান্ত থাকলেও অদ্যাবিধ উক্ত সেমিনার করা সম্ভব হয় নাই। বিষয়টির উপর অদ্যকার সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো ঃ
সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, কারিগরি কমিটি মহোদয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (দায়িত্বঃ বিএআরসি এবং এসসিএ)

(গ) ট্রপিক্যাল এগ্রোটেক এর অনুকুলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান লিলি-১০ (CN-8101) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "লিলি রাজা" রাখার আবেদন করেছেন।

(ঘ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর অনুকুলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান এলপি-০৫ জাতটির বাণিজ্যিক নাম "মহারাজ" এবং এলপি-৭০ এর বাণিজ্যিক নাম "যুবরাজ" রাখার আবেদন করেছেন।

ঙ) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 41) হাইব্রিড জাতটির বাণিজ্যিক নামের আবেদন।

চ) ব্র্যাকের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান জাত আলোড়ন ২ (HB09) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "সাথী" করার আবেদন।
সিদ্ধান্ত ঃ উল্লেখিত বিবিধ আলোচ্য বিষয়ের গ থেকে ঙ ক্রমিকের ট্রপিক্যাল এগ্রোটেক এর অনুকুলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান লিলি-১০ (CN-8101) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "লিলি রাজা", আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর অনুকুলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান এলপি-০৫ জাতটির বাণিজ্যিক নাম "মহারাজ" এবং এলপি-৭০ এর বাণিজ্যিক নাম "যুবরাজ", ব্র্যাকের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান জাত আলোড়ন ২ (HB09) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "সাথী" ও সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 410) হাইব্রিড জাতটির বাণিজ্যিক নামাকরণসমূহ পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেয় হবে।

(ছ) ব্র্যাকের আউশ মৌসুমে একটি ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের আবেদন প্রসংগে।
ব্র্যাকের আবেদন পত্রটি সভায় উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্র্যাকের প্রস্তাবিত ইনব্রিড জাতটি ব্র্যাক ইচ্ছা পোষন করলে Observational trail স্থাপন করতে পারবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করে পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্বঃ ব্রি ও এসসিএ)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ বছির উদ্দিন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।